কোটচাঁদপুরে চার বছরেও শেষ হয়নি বিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন ভবনের কাজ

চার বছর দশ মাসেও শেষ হয়নি কোটচাঁদপুরের সাবদারপুর মুনসুর আলী একাডেমির নির্মাণাধীন ভবনের কাজ। কক্ষ সংকটে শিক্ষার্থীরা ক্লাস করছে বিজ্ঞান ল্যাব, কমন রুম ও কম্পিউটার ল্যাবে। দ্রুত রি-টেন্ডার করে কাজ শুরু করা হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী সুব্রত কুমার পাল।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার সাবদারপুর মুনসুর আলী একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬০ সালে। সে সময় থেকে সুনামের সঙ্গে চলছে প্রতিষ্ঠানটি। বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ৬৫০ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। এতো শিক্ষার্থীর জন্য ১৮ থেকে ২০টি শ্রেণিকক্ষ প্রয়োজন হলেও বর্তমানে বিদ্যালয়ে আছে মাত্র ১৪টি কক্ষ। এর মধ্যে শিক্ষার্থীদের কমন রুম, বিজ্ঞান ল্যাব, কম্পিউটার ল্যাব ও শিক্ষকদের অফিসও রয়েছে।

ফলে শ্রেণিকক্ষের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এ অবস্থায় নতুন ভবনের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করেন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তার প্রেক্ষিতে ঝিনাইদহ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় ৮০ লাখ টাকা ব্যয়ে চারতলা বিশিষ্ট একাডেমিক ভবনের অনুমোদন দেওয়া হয়। যার প্রথম তলার নির্মাণকাজ শুরু হয় ২০২১ সালের ১৩ জানুয়ারি। তবে কাজটি একাধিকবার বন্ধ হয়ে যায়। সম্প্রতি জেলা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কাজটি বাতিল করেছে এবং নতুন করে রি-টেন্ডার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানা গেছে।

এদিকে কক্ষ সংকটে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা হারিয়েছে স্বাভাবিক পাঠদানের পরিবেশ। তারা কখনও কমন রুমে, কখনও বিজ্ঞান ল্যাবে, আবার কখনও কম্পিউটার ল্যাবে ক্লাস করতে বাধ্য হচ্ছেন।

ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী সিয়াম আহমেদ ও অনন্ত ঘোষ বলেন, কক্ষ সংকটের কারণে আমাদের বসার জায়গা খুবই কম। ঠিকভাবে বসতে না পারায় ক্লাস করতে অসুবিধা হয়।

অন্য শ্রেণির শিক্ষার্থীরাও একই অভিযোগ করে দ্রুত নির্মাণাধীন ভবনের কাজ শেষ করে কক্ষ সংকট নিরসনের দাবি জানিয়েছেন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমিন উদ্দিন বলেন, বিদ্যালয়ে প্রায় সাড়ে ছয়শ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে। তাদের পাঠদানের জন্য ১৮ থেকে ২০টি কক্ষ প্রয়োজন হলেও বর্তমানে আছে মাত্র ১৪টি। ফলে বাধ্য হয়ে ল্যাব, কমন রুম ও কম্পিউটার ল্যাবে ক্লাস নিতে হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করার পর ভবন বরাদ্দ পাওয়া গেলেও কাজ অসম্পূর্ণ থাকায় দীর্ঘদিন ধরে সমস্যায় আছি।

জেলা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী সুব্রত কুমার পাল বলেন, ঠিকাদার কাজটি পাওয়ার পর শুরু করলেও গুরুত্ব না দেওয়ায় একাধিকবার বন্ধ রেখেছে। কয়েকবার তাগাদা দেওয়ার পরও নির্ধারিত সময় (১৩-১০-২০২১) এর মধ্যে কাজ শেষ না করায় কার্যাদেশ বাতিল করা হয়েছে। খুব দ্রুত রি-টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে কাজ শুরু করা হবে।

কোটচাঁদপুরে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করলেন ব্যারিস্টার কাজল

কোটচাঁদপুরে কর্মরত সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেছেন ঝিনাইদহ-৩ (কোটচাঁদপুর-মহেশপুর) আসনের বিএনপির মনোনয়নপ্রার্থী ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল।

শনিবার সকাল ১১টায় কোটচাঁদপুর উপজেলার পৌর পাঠাগার মিলনায়তনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলায় কর্মরত বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিকদের সাথে এই সভায় অংশগ্রহণ করেন।

মতবিনিময় সভায় ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল বলেন, “আমি আপনাদেরই সন্তান। ১৯৮৬ সালে মহেশপুর হাইস্কুল থেকে এসএসসি, ১৯৮৮ সালে যশোর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ থেকে এইচএসসি এবং পরবর্তীতে ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করি। আমি একজন কূটনীতিক। ২০০৩ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনে দ্বিতীয় সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।

২০২০ সাল থেকে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির পরপর তিনবার সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছি। বর্তমানে আমি বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। জুলাই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছি। ফ্যাসিবাদী আমলে ডিবি অফিসে চারদিন রিমান্ডসহ কারাভোগ করেছি। আমি মহেশপুর উপজেলা ছাত্র দলের সাধারণ সম্পাদক ছিলাম এবং ছাত্র দলের কেন্দ্রীয় কমিটির আইন বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন।

বর্তমানে আমি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব এবং বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। আমি যদি দলের মনোনয়ন পাই, তবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবো। দলের বাইরে কোনো নির্বাচন করার মনোভাব নেই।

তিনি আরও বলেন, “যদি ধানের শীষ প্রতীক পেয়ে নির্বাচিত হই, তাহলে অবহেলিত ঝিনাইদহ-৩ আসনের কোটচাঁদপুর ও মহেশপুর উপজেলার জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরণে কাজ করবো। খাদ্য, বসবাস, শিক্ষা ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেব। কোনো দূর্নীতি, চাঁদাবাজ বা সন্ত্রাসীকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না।

আমার পিতা একজন পৌরসভার সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আমি আদর্শ পিতার সন্তান। আমার দুই কন্যা সন্তান রয়েছে, একজনের ব্যারিস্টারি পড়া শেষ পর্যায়ে। আমি দলের জন্য আইনগত সহায়তা প্রদান করেছি বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের সময়ে। আমার সন্তানও পিতার আদর্শে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে দলের জন্য আইনগত সহায়তা প্রদান করবে, ইনশাআল্লাহ। এখানে অনেকেই দলের মনোনয়ন চাচ্ছেন। আমি যদি দলের মনোনয়ন না পাই, তাহলে যিনি পাবেন, তার পক্ষে কাজ করবো।”

কোটচাঁদপুরে জামায়াতে ইসলামী’র যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত

“মানবতার সেবা ও দেশ পরিচালনার যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহ তা’আলার সন্তুষ্টি লাভ” এই প্রতিপাদ্যে যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করার আহ্বান জানাতে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কোটচাঁদপুর উপজেলা শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে যুব সমাবেশ।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে কোটচাঁদপুর কামিল মাদরাসা মাঠে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজারো তরুণ অংশগ্রহণ করেন।

সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জনাব অধ্যাপক মতিয়ার রহমান, কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য ও ঝিনাইদহ-৩ (কোটচাঁদপুর-মহেশপুর) আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী। তিনি বলেন, “সত্য সমাগত মিথ্যা বিতাড়িত, সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। যুবকরাই দেশের ভবিষ্যৎ। মানবতার সেবা ও দেশ পরিচালনার যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহ তা’আলার সন্তুষ্টিই হতে হবে আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য।”

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, ঝিনাইদহ জেলা শাখার সহকারী সেক্রেটারি জনাব অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল হাই, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কোটচাঁদপুর উপজেলা শাখা আমীর ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মাওলানা তাজুল ইসলাম। তারা বলেন, “বর্তমান সমাজে নৈতিক অবক্ষয় রোধে ইসলামী আদর্শে শিক্ষিত, নীতিনিষ্ঠ যুব সমাজ গড়ে তোলাই সময়ের দাবি।”

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাস্টার শাহাবুদ্দিন খান, সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মুয়াবিয়া হুসাইন, সাবেক আমির আজিজুর রহমান, মশিয়ার রহমান, রেজাউল করিম, সাবেক চেয়ারম্যান মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, পৌর আমীর মুহাদ্দিস আব্দুল কাইয়ুম, সেক্রেটারি মাহফুজুল হক মিন্টু প্রমুখ।

সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন, জনাব মুহাম্মদ শরিফুল ইসলাম, সম্পাদক, (যুব, মিডিয়া ও সাংস্কৃতিক বিভাগ) কোটচাঁদপুর উপজেলা জামায়াতে ইসলামী, এবং অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জনাব মোঃ শিমুল হোসেন, সভাপতি, যুব বিভাগ, কোটচাঁদপুর উপজেলা শাখা। বক্তারা বলেন, দেশের সার্বিক অগ্রগতি, ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী

মূল্যবোধের বিকাশে যুবকদের এগিয়ে আসতে হবে। তারা শান্তিপূর্ণ ও গঠনমূলক রাজনীতির মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের আহ্বান জানান।

নতুন কুড়িতে বিভাগীয় পর্যায়ে সেরা পাঁচে কোটচাঁদপুরের তরিতা

বাংলাদেশ টেলিভিশনের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ‘নতুন কুড়ি’ গানের প্রতিযোগিতায় বিভাগীয় পর্যায়ে সেরা পাঁচে জায়গা করে নিয়েছেন কোটচাঁদপুরের শেখ রোদসী রায়ানা (তরিতা)। এখন সেরা দশের স্বপ্ন সফল করার পথে হাঁটছেন তিনি। সবার কাছে দোয়া প্রার্থনা করেছেন এই প্রতিশ্রুতিশীল ছাত্রী।

জানা গেছে, বাংলাদেশ টেলিভিশনের সবচেয়ে জনপ্রিয় শিশু প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান ‘নতুন কুড়ি’ দীর্ঘদিন পর আবারও শুরু হয়েছে। ওই অনুষ্ঠানে নৃত্য, লোকসংগীত ও আধুনিক গানের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন শেখ রোদসী রায়ানা (তরিতা)।

তিনি কোটচাঁদপুর বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। তরিতা ওই বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক বাবুল আক্তার (টোকন) ও গৃহিণী নুসরাত জাহান রিনির মেয়ে।

তরিতা তিনটি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে খুলনা বিভাগের প্রাথমিক বাছাইয়ে সেরা পাঁচজনের একজন নির্বাচিত হয়েছেন। এখন তিনি সেরা দশে জায়গা করে নেওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছেন, যেখানে দেশের আট বিভাগের ৪০ জন প্রতিযোগী অংশ নেবেন।

বাবুল আক্তার (টোকন) বলেন, ছোটবেলা থেকেই তরিতা সাংস্কৃতিক মনোভাবাপন্ন। সে কারণে আমরা শুরু থেকেই তাকে সাপোর্ট দিয়েছি। তার প্রথম হাতে খড়ি কোটচাঁদপুর মিতালী সংগীত একাডেমিতে। সেখানে তিন-চার বছর বয়স থেকেই সে গান শেখে। তার প্রথম সংগীতগুরু খাজা সামাদ উল্লাহ্ টুটুল।

তিনি আরও বলেন, তরিতা রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছড়া গানের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে প্রথম স্থান অর্জন করে। ২০২৪ সালে শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে লোকগানে ঝিনাইদহ জেলায় প্রথম হয়েছিল। তবে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা এখনো শেষ হয়নি। এছাড়া ২০২৪ সালের জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতায় লোকগানে জেলা পর্যায়ে দ্বিতীয় স্থান এবং নৃত্যে প্রথম স্থান লাভ করে। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায়ও উপজেলা পর্যায়ে একাধিকবার প্রথম হয়েছে।

তিনি বলেন, এই প্রথম বাংলাদেশ টেলিভিশনের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান “নতুন কুড়ি” তে বিভাগীয় পর্যায়ে সেরা পাঁচের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে আমার মেয়ে। এখন তার স্বপ্ন সেরা দশে জায়গা করে নেওয়া। তরিতার জন্য সবাই দোয়া করবেন।

এদিকে তরিতার এ অর্জনে অভিনন্দন জানিয়েছেন কোটচাঁদপুর মিতালী সাহিত্য সংসদের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, কবি-সাহিত্যিক ও কৌতুক অভিনেতা মিতুল সাইফ।

তিনি বলেন, আগামীর প্রজন্মের মধ্যে অসীম সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। হাটি হাটি পা পা করে তরিতা আজ যে অবস্থানে পৌঁছেছে, তা অত্যন্ত গর্বের বিষয়। তার আগামীর পথচলায় আরও সাফল্য কামনা করছি।

তরিতার এই সাফল্যে কোটচাঁদপুরের সর্বস্তরের মানুষ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

কোটচাঁদপুরে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালন

“আমি কন্যাশিশু, স্বপ্ন গড়ি, সাহসে লড়ি, দেশের কল্যাণে কাজ করি” এমনই প্রতিপাদ্য নিয়ে কোটচাঁদপুরে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস ২০২৫ পালিত হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের আয়োজনে

বুধবার সকাল ১১টায় কোটচাঁদপুর উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে দিবসটি উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাজী আনিসুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য দেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শিলা বেগম।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আমানউল্লাহ আল মামুন, পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা তারুণ কুমার দাস, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা জিল্লুর রহমান, সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা দ্বীন ইসলাম, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা শামসুল আলম, কোটচাঁদপুর মডেল থানার ওসি (তদন্ত) এনায়েত আলী খন্দকার, কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, উপজেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা তাজুল ইসলাম, পৌর আমীর মুহাদ্দিস আব্দুল কায়ুম, ছাত্র সমন্বয়ক হৃদয় আহমেদসহ শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গণমাধ্যমকর্মীরা।

আলোচনা সভায় বক্তারা কন্যাশিশুর যত্ন, তাদের বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পাশাপাশি বাল্যবিয়ে ও আত্মহত্যা প্রতিরোধে সমাজের সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়।

কোটচাঁদপুরে বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত

শিক্ষকতা পেশাঃ মিলিত প্রচেষ্টার দীপ্তি এই স্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে কোটচাঁদপুরে বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে গতকাল রবিবার র্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস।

জানা যায়, সারা দেশের ন্যায় কোটচাঁদপুরেও বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি পালনে সকালে উপজেলা চত্বর থেকে র্যালি বের করা হয়। এরপর র্যালিটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে উপজেলায় এসে শেষ হয়। পরে অনুষ্ঠিত হয় শিক্ষক দিবসের উপর আলোচনা সভা।

সভায় সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার অশোক কুমার। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, খন্দকার মোশারফ হোসেন কলেজের প্রভাষক রফিকুল আলম, কোটাচঁদপুর পৌর মহিলা কলেজে ভার প্রাপ্ত অধ্যক্ষ শহিদুজ্জামান তুহিন,প্রাথমিক সহকারী শিক্ষা অফিসার মিঠুন কুমার দাস, বলাবারিয়া মাদ্রাসা সুপার জহুরুল ইসলাম, বড়বাহনদা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবুল জোদ্দার, খালিশপুর মাদ্রাসার শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ।

উপজেলা মাধ্যমিক একাডেমী সুপারভাইজার ফারুক হোসেনের সঞ্চালনায় বক্তারা বলেন, শিক্ষকদের হাতেই গড়ে ওঠে জাতির ভবিষ্যৎ। তাই তাদের মর্যাদা রক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। প্রযুক্তিনির্ভর যুগে শিক্ষকদের দায়িত্ব আরও বেড়েছে। শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও মানবিকতায় গড়ে তোলাই এখন মূল লক্ষ্য। তাই শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, নৈতিকতা ও মানবিকতায় গড়ে তুলতে প্রতিটি শিক্ষককে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান শিক্ষকরা।

কোটচাঁদপুরের বলুহর বাওড় পরিদর্শন করেছেন বাংলাদেশ নদী পরিব্রাজক দল

কোটচাঁদপুরের বলুহর বাওড় পরিদর্শন করেছেন বাংলাদেশ নদী পরিব্রাজক দল স্থানীয় শাখার নেতৃবৃন্দ। আজ শনিবার সকালে দলটি বলুহর হ্যাচারি কমপ্লেক্স ঘাট থেকে চলা শুরু করে শেষ করেন বর্জাপুর পারঘাটায়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ নদী পরিব্রাজক দল কোটচাঁদপুর উপজেলা শাখার সভাপতি সমাজ সেবক কামরুজ্জামান খান রতন, সাধারণ সম্পাদক সাবেক স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মনিরুজ্জামান শান্তি, দপ্তর সম্পাদক রিপন।

নির্বাহী সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর পৌর মহিলা কলেজে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ খোন্দকার শরিফুজ্জামান তুহিন, প্রগতি

মডেল কলেজের অধ্যক্ষ শফিকুল ইসলাম, শিক্ষক শরিফুজ্জামান আগা খান, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ডক্টর নজরুল ইসলাম, প্রভাষক গোলাম মোর্শেদ, শিক্ষক নারায়ন চন্দ্র, ওয়াহিদুজ্জামান মুকুল আমিনুর রহমান, কামরুনাহার কাজল, নুরুন্নাহার খাতুন, রিয়াজ হোসেন, কবি সুমন শিকদার, সাংবাদিক মঈন উদ্দিন খান, সাবেক সরকারি কর্মচারি আলমগীর হোসেন, ব্যবসায়ি জয়নাল আবেদীন, বাবু ও ছাত্রী অনিমিখা প্রজ্ঞা।

দলটি আজ শনিবার সকালে কোটচাঁদপুর বলুহর হ্যাচারি কমপ্লেক্স ঘাট থেকে চলা শুরু করেন আর শেষ করেন বর্জাপুর পারঘাটায় গিয়ে। এর আগে দলটি স্থানীয় মাছ বাজারের শেখ ও হালদার সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং কপোতাক্ষ নদী পরিদর্শন করেন।

কোটচাঁদপুরে জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে ৫ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকাল ৪টা ৩০ মিনিটে কোটচাঁদপুর পৌর পাঠাগারের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কোটচাঁদপুর বাজারের পায়রা চত্বরে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিশের শূরা সদস্য, বিভিন্ন ভাষার গবেষক এবং ঝিনাইদহ-৩ (কোটচাঁদপুর-মহেশপুর) আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী প্রফেসর মতিয়ার রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আমীর মাওলানা তাজুল ইসলাম, উপজেলা সেক্রেটারি শাহাবুদ্দিন খান, পৌর আমীর মুহাদ্দিস আব্দুল কাইয়ুম, পৌর সেক্রেটারি মাহফুজুল হক মিন্টু প্রমুখ। এছাড়া সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মুয়াবিয়া হুসাইন, সাবেক আমীর মাস্টার আজিজুর রহমান, মাস্টার মশিয়ার রহমান, মাস্টার রেজাউল ইসলাম, সাফদারপুর

ইউনিয়ন আমীর মাওলানা নুরুন্নবী, দোড়া ইউনিয়ন আমীর ও সাবেক চেয়ারম্যান মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, কুশনা ইউনিয়ন আমীর মাওলানা আতিকুল ইসলাম, বলুহর ইউনিয়ন আমীর ও সাবেক চেয়ারম্যান শাহ আলম, এলাঙ্গী ইউনিয়ন আমীর জাহিদুল ইসলাম আওয়াল সহ উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা হাজার হাজার নেতাকর্মী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রফেসর মতিয়ার রহমান বলেন, জামায়াতের ৫ দফা দাবি বাস্তবায়ন ছাড়া দেশে শান্তি ফিরবে না। জনগণের ভোটাধিকার রক্ষায় এ দাবি জনগণের দাবি।” তিনি জামায়াতের ৫ দফা দাবি তুলে ধরেন।

সমাবেশ শেষে প্রফেসর মতিয়ার রহমান নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান এবং শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

কোটচাঁদপুরে সাবেক চেয়ারম্যানসহ পরিবারের ৬ সদস্যের জেল-জরিমানা

ঝিনাইদহ-৩ আসনের সাবেক এমপি শফিকুল আযম চঞ্চলের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও আওয়ামী লীগের দোসর কোটচাঁদপুর বলুহর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম নজুসহ তার পরিবারের ৬ সদস্যকে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও জরিমানা করেছেন আদালত।

নজরুল ইসলাম নজু কোটচাঁদপুর থানার হাড়ভাঙা বিদ্যাধরপুর গ্রামের মৃত লালচাঁদ মিয়ার ছেলে। আদালত সূত্রে জানা যায়, গতকাল বুধবার ঝিনাইদহ জেলার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২য় আদালতের বিচারক আবজাল হোসেন এ রায় প্রদান করেন।

মামলা সূত্রে জানা যায়, নজরুল ইসলাম নজুর নির্দেশে আসামিরা ২০২৪ সালের ২৬ মার্চ একই গ্রামের বাবলু রহমানের স্ত্রী তাসলিমা খাতুনকে এলোপাতাড়ি মারধর করেন। এ ঘটনায় কোটচাঁদপুর থানা মামলা

নিতে অস্বীকৃতি জানালে ভুক্তভোগী আদালতের দ্বারস্থ হন। দীর্ঘ বিচারিক কার্যক্রম শেষে বিচারক নজরুল ইসলাম নজুসহ তার পরিবারের ৬ সদস্যকে দোষী সাব্যস্ত করে প্রত্যেককে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা ১ হাজার টাকা করে জরিমানার আদেশ দেন।

বাদী বাবলু রহমান জানান, “এক সময়ের সন্ত্রাসী ও নানা অপকর্মের হোতা নজুর দাপটে এলাকার মানুষ অতিষ্ঠ ছিল। তার ভয়ে কেউ কথা বলতে পারত না। নানা হুমকি-ধামকির মধ্যেও আমি মামলা চালিয়ে গেছি। তবে এই রায়ে আমি সন্তুষ্ট নই, উকিলের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেব।”

বাদীপক্ষের আইনজীবী এডভোকেট আশরাফুল আলম মালিতা বলেন, “আসামিরা একই পরিবারের সদস্য হওয়ায় বিশেষ বিবেচনায় আদালত শাস্তি কম দিয়েছেন। তবে এ রায়ে প্রমাণিত হলো অপরাধীরা যতই প্রভাবশালী হোক, আইনের ঊর্ধ্বে নয়।”

অন্যান্য আসামিরা হলেন ইয়ারুল ইসলাম, তাসলিমা খাতুন, সাদ্দাম হোসেন, কল্পনা খাতুন ও পাখি খাতুন।

কোটচাঁদপুরে গভীর রাতে ২ কৃষকের ৫ গরু চুরির অভিযোগ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর কাগমারী গ্রামে একরাত্রে ৫টি গরু চুরির ঘটনা ঘটেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার রাত্র দুইটার সময় ১০ থেকে ১২ জন চোর চক্রের সদস্য পিকআপ ভ্যান, ধারালো অস্ত্র ও পিস্তল নিয়ে এ চুরি সংঘঠিত করেন। গরুর মালিক আলম ও কলম ওই গ্রামের হযরত আলীর ছেলে।

ভুক্তভোগি কলম জানান আমরা কিছু বুঝে উঠার আগেই ১০ থেকে ১২ জন চোর চক্রের সদস্যরা রাত্র ২ টার সময় মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যেই আমাদের গোয়ালঘর থেকে ৩টি গাভী গরু ও ২টি বাছুরসহ মোট ৫টি গরু

গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে গেছে। আমরা ওই রাতেই কোটচাঁদপুর থানাকে অবহিত করেছি।

ঘটনার প্রতক্ষ্যদর্শি বাওড়ের গার্ড নিলু জানান, রাত ২টা থেকে বাওড়ে আমার ডিউটি ছিলো, আমি ইসমাইল ভাইকে ডাকতে যাচ্ছিলাম, তাকে সাথে নিয়ে বাওড় পাহাড়ায় যাবো বলে। গাড়ি ও লোকজন দেখে আমি তাদের কাছে যায়, তখন চোর চক্রের সদস্যরা আমার গলায় ধারালো অস্ত্র ধরে ও মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ভয় দেখিয়ে বেধে রাখে। ভয়ে আমি কথা বলতে পারিনি । তারা সংখ্যায় ১০ থেকে ১২ ছিলো।
আপনি কাউকে চিনতে পেছেন কিনা এমন প্রশ্নে তিনি জানান আমি কাউকে চিনতে পারিনি।

গরু চুরির ঘটনায় কোটচাঁদপুর মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন, মৌখিক ভাবে ঘটনা জানতে পেরে আমি সঙ্গীও ফোর্সসহ ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম, গরু গুলো একেবারেই অরক্ষিত অবস্থায় ছিলো। গরুর মালিকপক্ষ কাউকে সন্দেহ করতে পারছেন না, তারা অজ্ঞাত ১০ থেকে ১২ জনের নামে লিখিত অভিযোগ করেছেন। আমরা তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করবো।